জান্নাতের গোপন পথ

আচ্ছসালামু-আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওঁয়া বারাকাতুহ্।

১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ-টাংগাইল সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস সেতু ভেংগে দূর্ঘটনায় পতিত হয়। যাত্রীরা কেউই ভাবতে পারেনি যে, তারা এই দূর্ঘটনায় পতিত হবে এবং কালিহাতীর এই ভয়াবহ বাস দূর্ঘটনায় ৬৪ জন যাত্রী প্রাণ হারায়।

সারা দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন দূর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে। আকস্মিক প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা যেমনঃ ভূমিকম্প, ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি। প্রত্যহ এমনকি এখনও যখন আপনি এই পুস্তিকা পাঠ করছেন তখনও মানুষ মারা যাচ্ছে। অনেকে অসুস্থতায়, রোগে বা অন্যকোন কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। আবার কেউ কেউ দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যায়াম, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ, শর্করামুক্ত খাদ্যাভাস, ধুমপান ত্যাগ, সুসম খাঁদ্য, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ইত্যাদির চেষ্টা করে যাচ্ছে।

যদিও আমরা সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত সুসম খাদ্য ও শর্করামুক্ত খাদ্য গ্রহণের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি তুবও আমরা অস্বীকার করতে পারবো না, যে আমাদেরকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। অনেক মানুষ চিন্তা করে যে, তাদের সব কিছুই আছে এবং সবকিছু ভালভাবে চলছে, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অবস্থাসম্পন্ন; তাদের উদর পরিতৃপ্ত। তাই তাদের মনোভাব এমন যে তারা কখনো মারা যাবে না, মৃত্যু তাদের ছুতে পারবে না।

এটাই সত্য যে, এই পৃথিবীর সকলের জন্য মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারো কারো ধারণা মৃত্যু কেবলমাত্র বৃদ্ধদের জন্য। কিন্তু মৃত্যু কোন বয়সের বাধা মানে না। ইহা মানুষের ভেদাভেদ ভুলে শাসক, জ্ঞানী, ক্ষমতাবান, ধনী বা দরিদ্র, বোকা বা অশিক্ষিত সকলকেই গ্রাস করে। মৃত্যু উচু-নিচু সকল মানুষকে সমান করে।

মানুষের জন্য একবার মৃত্যু এবং অতঃপর বিচার নির্ধারণ করা হয়েছে, আপনাকে যে কোন সময় মৃত্যুর জন্য সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে

আদেশ করা হয়েছে। এই দুনিয়াতে বসবাসের সময় যা করেছেন সেই সকলের হিসাব মহান বিচারকের নিকট পেশ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনাকে দোযখে বা বেহেশ্‌তে নিক্ষেপ করার ক্ষমতা এই বিচারকের এখতিয়ারে।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী

এই জীবনের অর্থ কি?

জীবনটা কুয়াশার মত অল্প সময়ের জন্য প্রকাশিত হয় এবং পরে অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষ কেবল নিঃশ্বাসের তুল্য এবং সকলই অসার। অনেক মানুষ শুধু এ দুনিয়ার জন্যই জীবন-যাপন করে। প্রত্যেক দিন এই দুনিয়ার বিষয়ের জন্যই ব্যস্ত থাকে। তারা দুনিয়াবী কাজ, অর্থ সংগ্রহ বা বিনোদনের জন্য ব্যস্ত থাকে এবং এমনকি এ সকল যে একদিন ধ্বংস হবে তা ভুলে যায়। তারা বলে রূহ বা আত্মাকে তার মালিকের নিকট ফিরে যেতে হবে। এছাড়াও জীবনের দুঃখ কষ্ট ও ব্যথাবেদনা আছে। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আমরা যে আনন্দ লাভ করে থাকি তার থেকে বেশি দুঃখকষ্ট ভোগ করে থাকি।

অপর দিকে এই দুনিয়ার ভূয়া আনন্দে মেতে থাকার জন্য সব ধরনের গুনাহে পতিত হতে শয়তান আমাদের সর্বদা কানপড়া দিচ্ছে। এতে আমরা অনন্তকাল দোযখের বাসবাসের যোগ্য হবো। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আল্লাহ্‌ সর্বদা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে পরিচালনা ও শিক্ষা দিচ্ছেন। কেননা এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন প্রকৃত জীবন নয়, কিন্তু বেহেস্তের অনন্তকালীন জীবনই আসল জীবন।

সেজন্য সজাগ ও সতর্ক থাকুন, নিজেকে গুনাহে নিমজ্জিত না রেখে এবং মিথ্যা লোভে আকর্ষিত না হয়ে বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত শিক্ষা ও পথ অনুসরণ করুন যেন প্রকৃত জীবন পেতেপারেন।

এই জীবনের শেষে মানুষের জন্য বেহেস্ত এবং দোযখ নামে দুটি স্থান আছে। রুহ্‌কে বিচার করে এই দুটির একটিতে পাঠানো হবে এবং বিচারের পর রূহ সেখান থেকে বের হতে পারবে না বা স্থান

পরিবর্তন করতে পারবে না। সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করতে হবে। আপনি এই দুটির কোন স্থানটির জন্য আকাংখি ?

বেহেশ্‌ত

সবচেয়ে সুন্দর বিশ্রামের স্থান এবং মনোহর আবাসিক স্থান। ধৈর্য, সম্মান, ও শান্তির স্থান; এর চারপাশে শীতল বৃক্ষরাশি ঘিরে আছে। সেখানে গোনাহ্‌ নেই, নাজাত ও আনন্দ উপস্থিত এবং চিরকাল মহান আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমা উচ্চারিত হবে।

যদিও আমরা কল্পনা ও মন ব্যবহার করে বেহেস্তের সৌন্দর্যের তুলনা করছি কিন্তু তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্দি করা যাবে না। যে সকল মানুষ সম্পূর্ণ বাধ্যতায় আল্লাহ্‌র হুকুম ও পথ অনুসরণ করে তাদের জন্য বেহেস্ত দেয়া হবে।

কেবলমাত্র ঈসা ইবনে মরিয়ম সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন, *কেননা তিনি পবিত্র (সুরা মরিয়ম ১৯)। কেননা তিনি (ঈসা) দুনিয়া ও জান্নাতের সর্বশক্তিমান খোদাবন্দ (সুরা আল-ইমরান ৪৫)।*

দোযখ

সবচেয়ে নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক স্থান। দুঃখ-বেদনা এবং চরম যন্ত্রণার স্থান। সেখানে পোশাক, বিছানা ও চাদর হবে আগুনের তৈরি। মাথার ওপর এবং পায়ের নিচে আগুনের স্তর থাকবে। সমস্ত স্থান অগ্নিময় থাকবে। কালো ধুয়া আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। চোখ অন্ধ হবে, কান বধির এবং মুখ বোবা হয়ে যাবে। কঠিন অত্যাচারের মধ্যে মৃত্যু হবে না এবং জীবিতও থাকবে না। নিরাশায় আত্নস্বর ও চিৎকার করবে এবং ইহা অনন্তকাল ধরে চলবে।

প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে শয়তান স্পর্শ করেছিল। তাঁরা গুনাহ্‌গার এবং দোযখে প্রবেশের যোগ্য হলো। *তোমাদের প্রত্যেককে উহা (পুলসেরাত) অতিক্রম করবে, ইহা তোমার আল্লাহ্‌র অনিবার্য হুকুম (সুরা মরিয়ম ৭১)।*

জান্নাতের পথ

মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ধর্মীয় শরিয়তের বাধ্য থাকতে ও পালন করতে হবে। সুতরাং মানুষ সর্বদা সেবাকারী হবে। মানুষ যদি এসকল পুংখনাপুংখভাবে সম্পূর্ণ পালন করে তবে জান্নাতে পৌছতে পারবে। এটাকি সর্বদা আমাদের জন্য সম্ভব যে শরিয়ত পূর্ণভারে পালন করা এবং সঠিকভাবে সেবা করা?

আমরা শরিয়তের কতটুকু পূর্ণভাবে পালন করতে পারবো এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য কতটুকু সেবা করতে পারবো ?

জান্নাতে প্রবেশ করতে উপরে উল্লেখিত শরিয়তগুলো পালন করার জন্য কি কোন পরিমাপক আছে? অবশ্যই নেই, কেননা আমরা ধর্মীয় আদর্শের কতটুকু বাধ্য হই এর সীমা আছে এবং জান্নাতে প্রবেশের জন্য যাকাত প্রদান করি। অনেক মানুষ সংকোচবোধ, সন্দেহ এবং অবহেলিত অবস্থায় আছে। শত শত বৎসর ধরে মানুষ জান্নাতে প্রবেশের সরল পথের জন্য মুনাজাত করছে।

اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ (سُوْرَةُالْفَاتِحَةِ ـ ٥)

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর (সুরা ফাতিহা ৫)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَبْتَغُوْا اَلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ـ (سُورَةُ الْمَاعِدَةِ ٥٣)

হে মুমিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর, তার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন কর (সুরা মায়েদা ৩৫)। আপনি কি সেই পথের সন্ধান পেয়েছেন ? *দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্ (সুরা ফাতিহা ২)।*

কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি আল-কুরানে স্পষ্টভাবে পথ দেখিয়ে বাধ্য হওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছেন, যেন মানবজাতি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। আসুন আমরা আল-কুরআন ও আল্-হাদিস থেকে পাঠ করি-

আল-কুরান এবং আল-হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানবজাতির নিজের কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতা নেই জান্নাতে প্রবেশ করার।

০১. ঈসা আল্-মসীহ্ হলেন অনুসরনীয় সরল পথ।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَّبِعُوْنِ ـ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ـ (سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ ٦١)

ঈসাতো কিয়ামতের নিদর্শন, সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ (সুরা যুখরুফ ৬১)।

০২. ঈসা মসীহ্কে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

وَلَمَّا جَاءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ، فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ

(سُوْرَةُالزُّخْرُفِ ٦٣)

ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, সে বলিয়াছিল আমি তো তোমাদিগের নিকট আসয়িাছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য।

সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর (সুরা যুখরুখ ৬৩)।

০৩. খোদাবন্দ ঈসা মসীহ্ সত্য কথা বলেন।

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (سُوْرَةُ مَرْيَمَ ٣٤)

এই-ই ঈসা মরিয়ম তনয়। আমি বলিলাম সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে (সুরা মরিয়ম ৩৪)।

০৪. খোদাবন্দ ঈসা-মসীহ্ আল্লাহ্র রসুল ও বাণী।

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللهِ وَ كَلِمَتُهُ. (سُوْرَةُ النِّسَاءِ ١٧١)

মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র রসূল এবং তাঁহার বাণী (সুরা নিসা ১৭১)।

০৫. ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র রূহ ও কালাম। *ঈসা মসীহ্ হলেন আল্লাহ্র রূহ এবং তাঁর কালাম (আনাস বিন্ মালিক পৃঃ ৭২)*

০৬. ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্ রূহ, সিদ্ধ মানুষ হিসাবে প্রকাশ।

. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (سُوْرَةُ مَرْيَم.١٧)

অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করিল (সুরা মরিয়ম ১৭)।

০৭. ঈসা মসীহ্ হলেন, ঈমাম মাহ্দী। *মরিয়ম তনয় ঈসা ভিন্ন আর কোন ঈমাম মাহদী নেই (ইবনে মাজা)।*

০৮. ঈসা মসীহ্ মানুষের ইচ্ছায় নয় কিন্তু আল্লাহ্র রূহে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

وَالَّتِيْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا ئَايَةً لِلْعَالَمِيْنَ. (سُوْرَةُ الاَنْبِيَاء.٩١)

এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে, নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাঁহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন (সুরা আম্বিয়া ৯১)।

০৯. ঈসা মসীহ্ জন্মগ্রহন, মৃত্যুবরন ও পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ حَيًّا. (سُوْرَةُ مَرْيَم ٣٣)

আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব (সুরা মরিয়ম-৩৩)।

১০. ঈসা মসীহ্ মহিমার সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার উম্মতেরা কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের ওপর প্রাধান্য পাবে।

إِذْ قَالَ اللهُ يٰعِيْسٰى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ مُتَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ. (سُوْرَةِ آلِعِمْرَانَ ٥٥)

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলিলেন, হে ঈসা আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখান করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে মুক্ত করিতেছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি (সুরা ইমরান ৫৫)।

১১. ঈসা মসীহ্ জন্মান্ধকে সুস্থ করেছেন।

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ـ (سُوْرَةِ الْعِمْرَانِ ۴۹)

আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করিব (সুরা ইমরান ৪৯)।

১২. ঈসা মসীহ্ মৃতকে জীবিত করেছেন।

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِيْ. (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ۱۱۰)

এবং আমার অনুমতি-ক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে- (সুরা মায়েদা ১১০)।

১৩. ঈসা মসীহ্কে কুদরতী ক্ষমতা ও পাকরূহ দেয়া হয়েছে।

وَآتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَأَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ. (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ۲۵۳)

মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি (সুরা বাকারা ২৫৩)।

১৪. ঈসা মসীহ্কে যারা অগ্রাহ্য করেছে তারা লানতগ্রস্থ।

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا.
(سُوْرَةُ النِّسَاءِ ۱۵۶)

তাহারা লানত গ্রস্থ হইয়াছিল তাহাদের কুফরীর জন্য ও মরিয়মের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য (সুরা নিসা ৪)।

১৫. সকল কিতাবধারীগণ ঈসা মসীহ্তে ঈমান আনবে।

وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا.
(سُوْرَةُ النِّسَاءِ ۱۵۹)

কিতাবদিগের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই, এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (সুরা নিসা - ১৫৯)।

১৬. যারা তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফ প্রত্যাখান করে তারা অধার্মিক।

قُلْ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. (سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ ۶۸)

বল, হে কিতাবীগন; তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই (সুরা মায়েদা- ৬৮)।

১৭. তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফ হলো আল-ফুরকানের মূল কিতাব।

وَإِنَّهٗ فِيْ أُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ.
(سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ ۴)

ইহা রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, (মূল কিতাব) ইহা মহা জ্ঞানগর্ভ, (সুরা যুখরুফ- ৪)।

১৮. ঈসা মসীহ্‌কে ইহলোকে ও পরলোকের কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ ٤٥)

স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলিল, হে মরিয়ম; আল্লাহ্‌ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ্‌ মরিয়ম তনয় ঈসা, সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে (সুরা ইমরান - ৪৫)।

দুনিয়া ও পরকালের উপর ঈসা আল-মসীহের ক্ষমতা আছে। ঈসা মসীহ্‌ হলেন সরল পথ। ঈসা মসীহের অনুসারীরা কাফিরদের উপর কর্তৃত্ব করবে। সুতরাং ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনলে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। ঈসা মসীহ্‌কে এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, আল-কুরানে সাতানব্বই বার ঈসার উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতি আপনাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে দাওয়াত করেন, তবে আপনি অবশ্যই রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশ করতে পারবেন। কেননা রাষ্ট্রপতি ভবনের সর্বময় ক্ষমতা ও পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন রাষ্ট্রপতি।

কিন্তু একজন মন্ত্রী যার রাষ্ট্রপতি ভবনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব নেই তিনি যদি আপনাকে দাওয়াত করেন তবে আপনার সন্দেহ হবে, সংকোচ বোধ করবেন। হয়তো এত সময় ও অর্থ ব্যয় করে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না।

ঈসা মসীহ্‌কে বেহেস্তের পূর্ণ ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। যেহেতু ঈসা আল্‌-মসীহ্‌কে বেহেস্তের সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দেয়া

হয়েছে, তাই তাঁর উপর ঈমান আনুন এবং ঈসা মসীহের দাওয়াত কবুল করুন। অবশ্যই আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন।

মহান বন্ধু

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ইনতিকালের পূর্বে মুনাজাত করেছেনঃ *হে মাবুদ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন এবং মহান বন্ধুর সংগে আমাকে মিলন করুন (সহীহ্‌ বুখারী ১৫৭৩)।*

তখন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) দুই হাত তুলে বললেন, হে মহান বন্ধু, অতঃপর তিনি ইনতিকাল করলেন ও তার হাত দুটো নিচে নেমে পড়ল (সহীহ্‌ বুখারী ১৫৭৪)।

কে এই মহান বন্ধু?

সহীহ্‌ বুখারী হাদিস শরীফের পাদটিকা অনুসারে এই মহান বন্ধু হলেন "ফেরেশ্‌তা এবং নবীগণ"। ফেরেস্তাকে মহান হিসাবে উল্লেখ করা হয় না, তাই ফেরেস্তা নয় কিন্তু নবীই সেই মহান বন্ধু। তাহলে নবীদের মধ্যে কে সেই যোগ্যতম নবী যাকে 'মহান বন্ধু' হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে?

আদম শফিউল্লাহ্‌ - আল্লাহ্‌ কর্তৃক পবিত্রকৃত
নূহ নজীউল্লাহ্‌ - আল্লাহ্‌ কর্তৃক রক্ষাপ্রাপ্ত
ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্‌ - আল্লাহ্‌র বন্ধু
ইসমাইল দবিউল্লাহ্‌ - আল্লাহ্‌র পথপ্রদর্শনকারী
মুসা কালিমুল্লাহ্‌ - আল্লাহ্‌র সংগে কথোপকথনকারী
দাউদ খালিফুল্লাহ্‌ - আল্লাহ্‌ কর্তৃক পরিচালিত
মোহাম্মদ সালাল্লাহ্‌ আলাইহিসালাম- আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ *আমি ইহকালে ও পরকালে ঈসা ইব্‌নে মরিয়মের নিকটতম। সকল নবীগণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সকলের মাতা ভিন্ন কিন্তু একই দ্বীন। (সহীহ্‌ বুখারী-১৫০১)।*

عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَجِيْهاً فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (سُوْرَةُ آلِعِمْرَانَ)

মরিয়ম তনয় ঈসা ইহকাল ও পরকালের ক্ষমতাবান প্রভু (সুরা ইমরান ৪৫)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র হক্তে আমার রূহ। কিয়ামতের পূর্বে ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন। তিনি হবেন ন্যায় বিচারক (সহীহ্‌ মুসলিম শরীফ -১২৭)।

মরিয়ম তনয় ঈসা ভিন্ন আর কোন ইমাম মেহেদী নেই (ইবনে মাজা শরীফ)।

ঈসা মসীহ্‌ হলেন আল্লাহ্‌র কালাম, রসুল এবং রূহ (সুরা নিসা ১৭১; আন্নাস বিন মালিক পৃঃ ৭২)।

অতএব সেই মহান বন্ধু হলেন মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ্‌,

وَاتَّبِعُوْنِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ. (سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ ٦١)

" আমাকে অনুসরণ কর, উহাই সরল পথ" (সুরা যুখরুফ-৬১)।
আপনি কি তাঁকে গ্রহণ করেছেন?

ওয়াছালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাহ্‌তুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌।